ভোরের কাগজ

MAR. 22 2002

তারিখ: ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মানিকগঞ্জের আহত লাইব্রেরিয়ান তমিজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন

হামলাকারীরা গ্রেপ্তার হয়নি, পরিবারের সদস্যদের হুমকি

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : জেলার ঘিওর পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তমিজ উদ্দিন তোতা সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মক আহত হয়ে যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তখন চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে চলেছে তার পরিবারের সদস্যদের। ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এদিকে সুনির্দিষ্ট মামলা হওয়ার পরও পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তার করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

তমিজ উদ্দিন ঘিওর থানায় দায়েরকৃত মামলায় বলেছেন, গত ৮ মার্চ লাইব্রেরির কাজ সেরে গোলাপ নগরে বাড়ি ফেরার পথে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ইকবাল হোসেন, অহিদুল ইসলাম টুটুল, ওবায়দুর রহমান ওবায়েদ, মজনু, কাওসার, রানা, মফিকুল ইসলাম ও সফিকুল ইসলামসহ আরো কয়েকজন সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। তারা এলোপাতাড়ি মারধর এবং লোহার রড ও দা দিয়ে মারাত্মক জখম করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা গলা থেকে স্বর্ণের চেন ও হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। এক পর্যায়ে মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে তারা চলে যায়। কোনো রকমে জ্ঞান থাকতে পরনের জামা খুলে মাথার ক্ষত স্থানে চেপে ধরে বাড়ির ওঠান পর্যন্ত পৌঁছে তমিজ উদ্দিন অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৩ দিন পর তার জ্ঞান ফিরে।

স্থানীয় একটি ক্লাব নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটায় বলে জানা যায়। তমিজ উদ্দিন জানান, কয়েক মাস আগে স্থানীয় আদর্শ জনকল্যাণ সংঘের নির্বাচন বানচাল করার জন্য আসামি ইকবাল হোসেন ও তার ভাই মোক্তার হোসেন, মজনু, অহিদুল ইসলাম টুটুল এবং ওবায়দুর রহমান ওবায়েদ গংরা লাঠিসোঁটা নিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে আক্রমণের চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন তা প্রতিহত করে। তমিজ উদ্দিনের স্ত্রী রেহানা তমিজ জানান, এজাহারের উল্লিখিত আসামিদের অনেকেই ক্লাবের নির্বাচনের সময় তার স্বামীকে আক্রমণ করলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তিনি রক্ষা পান।

রেহানা তমিজ আরো জানান, বর্তমানে তার স্বামী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। অপরদিকে প্রভাবশালী মহল প্রশাসনকে চাপ দিয়ে মামলাটি ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি অভিযোগ করেন, আসামিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ফলে আসামি ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের হুমকির মুখে এখন গোটা পরিবার আতঙ্কিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।